১৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশ বছর পর বিশেষ সমাবর্তন

।।হাফিজুর রহমান কার্জন।। দীর্ঘ উনিশ বছর পর আগামী রোববার ২৩শে মে সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুষ্ঠানে নোবেল বিজয়ী বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালামকে সম্মানসূচক ডিএসসি (ডক্টর অব সায়েন্স) ডিগ্রী প্রদান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া এ ডিগ্রী প্রদান করবেন। এদিকে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান সফল করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ৭৭ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, সকল অনুষদের ডীন, সকল বিভাগের চেয়ারম্যান

এই কমিটির সদস্য। অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক মসিহুজ্জামানকে সমন্বয়কারী এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যানকে যুগ্ম সমন্বয়কারী করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক আবদুস সালামসহ বিশেষ সমাবর্তনে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ২১ সদস্যবিশিষ্ট অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে কার্জন হলের সামনের চত্বরে। এজন্য এখানে একটি প্যান্ডেল তৈরি করা হচ্ছে। এই প্যান্ডেলে ১২শ' ব্যক্তির বসার ব্যবস্থা থাকবে। সমাবর্তন ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৬

সমাবর্তন ঃ উনিশ বছর পর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক, কয়েকজন সচিব, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠান চলাকালে বিপুলসংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী কার্জন হল এলাকা কর্ডন করে রাখবে বলে জানা গেছে। বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রা হবে। এ শোভাযাত্রায় প্রধানমন্ত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণ একাডেমিক পোশাকে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ শোভাযাত্রায় যোগদান করবেন এ শোভাযাত্রার সাথেই অধ্যাপক আবদুস সালাম থাকবেন। তবে তিনি থাকবেন একটি হুইল চেয়ারে। উল্লেখ্য, হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পর রোগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় তার পা দু'টি অবশ হয়ে যায়। আজ শনিবার বিকেল ৩টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন হলে শোভাযাত্রার মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, এর আগে ১৯৭৪ সালের ১৩ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ বিশেষ সমাবর্তন হয়। ঐ অনুষ্ঠানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (মরণোত্তর), ওস্তাদ আলী আকবর খান ও অধ্যাপক আবুল ফজলকে ডিলিট এবং হিরালাল দে, ডঃ কুদরত--এ-খুদা ও ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনকে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রী দেয়া হয়।

অধ্যাপক সালামের জীবনী ঃ ১৯২৬ সালের ২৯শে জানুয়ারি অধ্যাপক আবদুস সালাম লাহোরের নিকটবর্তী জং শহরে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে প্রথম বিভাগ লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ছাত্র গবেষকের পুরস্কার "স্মিথ" পান। এরপর অধ্যাপক সালাম লাহোর সরকারী কলেজ ও ইম্পিরিয়াল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ষাটের দশকে তিনি ইউনিটারী প্রতিসাম্য বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯৭৯ সালে অধ্যাপক সালাম নোবেল পুরস্কার পান। অধ্যাপক সালাম এ পর্যন্ত ৩০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিএসসি পেয়েছেন। ১৯৫৯ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন দেশের ৩০টি বিজ্ঞান সমিতির ফেলো। তিনি তৃতীয় বিশ্ব একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এ পর্যন্ত অধ্যাপক সালাম ৩শটির বেশি গবেষণা নিবন্ধ রচনা করেছেন।

ছাত্র সংগঠনের প্রতিক্রিয়া ঃ ছাত্রলীগ (ম-ই), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (বা-কা), ছাত্র মৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন পৃথক বিবৃতিতে বলেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালামকে যে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রী প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছেন এ উদ্যোগকে তারা স্বাগত জানান। বিবৃতিতে ছাত্র সংগঠনগুলো বলেছে, গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ সমাবর্তন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে তাকে ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা স্বাগত জানাবে। কিন্তু তিনি যদি ক্যাম্পাসে আসতে চান তবে তাকে ছাত্র সমাজের দশ দফা, তিন জোটের রূপরেখা, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আজমের বিচারের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে আসতে হবে। নইলে ছাত্র সমাজের কাছে তিনি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবেন না।